দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 18 MAR 2007
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৩

ীতিমালা না মেনে ২৫টি প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজের অনুমোদন

উন্নয়ন ফির নামে কোটি কোটি টাকা আদায়

॥ মোড়ল নজরুল ইসলাম ॥

ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলা শহরে ন্ন সরকারের আমলে এ পর্যন্ত ৩২টি ভেট মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের অনুমতি া হয়েছে। তন্মধ্যে ১৯৮৫ থেকে ১৯৯০ ত্ত এরশাদ সরকারের আমলে ৩টি, ১৯৯৮ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ৮টি এবং অবশিষ্ট ২১টি প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের অনুমোদন দিয়েছে বিএনপি সরকার। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, গত ৫ বছরে বিএনপি সরকার অনুমোদন দিয়েছে ১৫টি মেডিক্যাল কলেজ। অভিযোগ রয়েছে পর্যাপ্ত জনবল, অবকাঠামো, নির্ধারিত পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল ও পর্যাপ্ত সংখ্যক অধ্যাপক চিকিৎসক না থাকা সত্ত্বেও হাতেগোনা ৫/৬টি প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজ ছাড়া ২৫/২৬টি প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজের অনুমোদন দেয়া হয়েছে দলীয় অথবা বিশেষ বিবেচনায়। এসব ক্ষেত্রে যথাযথভাবে নীতিমালা অনুসরণ করা হয়নি। এইসব মেডিক্যাল কলেজে পর্যাপ্ত শিক্ষক (১৫শ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

নীতিমালা না মেনে

(২০শ পৃঃ পর)

নেই। স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী নেই হাসপাতাল। অনুমোদনের আগে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয়নি মানব সেবার অস্ত্র যাদের হাতে তুলে দেয়া হবে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ব্যতীত তারা কেমন ডাক্তার হবেন। দেশের একাধিক দায়িত্বশীল চিকিৎসক বিনা বাক্যে স্বীকার করেছেন ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন মফস্বল শহর পর্যন্ত গড়ে তোলা ৩২টি প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজ নিয়ম-নীতি অনুসারে পরিচালনার জন্য দক্ষ জনবল বিশেষ করে সিনিয়র মেডিক্যাল শিক্ষক আমাদের দেশে নেই। বিষয়টি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের জানা সত্ত্বেও বিভিন্ন সরকারের আমলে ৩২টি প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এছাড়া গত ৫ বছরে সর্বাধিক ১৫টি প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজের অনুমোদন দেয়ায় নানা অভিযোগ রয়েছে।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র স্বীকার করেছে, বিপুলসংখ্যক প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজ অনুমোদনের ক্ষেত্রে অজ্ঞাত কারণে যথাযথ নীতিমালা অনুসরণ করা হয়নি। একটি নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞ কমিটির মাধ্যমে অনুমোদিত প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজসমূহের ইন্সপেকশন এবং অনুমোদন প্রক্রিয়া তদন্ত হলে নানা অনিয়ম বেরিয়ে আসবে। দেশে বর্তমানে যে ৩২টি মেডিক্যাল কলেজ রয়েছে তন্মধ্যে সিলেট শহরে ৪টি, কুমিল্লা শহরে ২টি, সিরাজগঞ্জে ২টি, চট্টগ্রামে ৪টি, গাজীপুরে ১টি, রাজশাহীতে ১টি, টাঙ্গাইলে ১টি, ময়মনসিংহে ১টি এবং বাকি ১৫টি মেডিক্যাল ঢাকায় অবস্থিত। অনেকে প্রশ্ন করেছেন, মফস্বল শহরে প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজ পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় মেডিক্যাল শিক্ষক কিভাবে দেখানো হলো। এমনকি ঢাকা শহর এবং এর আশেপাশের এলাকায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় অনুমোদিত ১৫টি মেডিক্যাল কলেজের দুই-তৃতীয়াংশের ক্ষেত্রেও পর্যাপ্ত মেডিক্যাল শিক্ষক নেই। অথচ বিশেষ উপায়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে এসব মেডিক্যাল কলেজের অনুমোদন দেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মেডিক্যাল শিক্ষা বিভাগ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব মেডিসিনের ডীন অফিসও অনিয়মের সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং ডীন অফিস যথাযথ ভূমিকা পালন করলে কোনভাবেই বিপুল সংখ্যক প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদন পাবার কথা নয়।

এদিকে, খোদ ধানমন্ডি ও উত্তরা, সাভারসহ কয়েকটি এলাকায় হঠাৎ অনুমোদন পাওয়া প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজ গড়ে তোলা হয়েছে আবাসিক এলাকার বাড়িতে। এসব ভবনে পর্যাপ্ত জায়গা নেই। নেই আধুনিক পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল। অথচ প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের নীতিমালা অনুসারে কোন ভাড়াটিয়া বাড়িতে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করা যাবে না। ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীর আসন বিশিষ্ট বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপনের জন্য মেট্রোপলিটন শহরে ন্যূনতম আড়াই একর অথবা কলেজ ও হাসপাতালের জন্য ২ লাখ বর্গফুট ফ্লোর স্পেস এবং মেট্রোপলিটন শহরের বাইরে ন্যূনতম পাঁচ একর নির্মাণযোগ্য জমি কলেজের অনুকূলে দান করতে অথবা ক্রয় সূত্রে হতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের আসন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কলেজ ও হাসপাতালের প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণ করতে হবে। কলেজের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রী অনুপাত হবে ন্যূনতম ১:১০ জন। শতকরা ৫ ভাগ আসন দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত রাখতে হবে। প্রত্যেকটি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের হিসাব যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা অনপাতে একটি হাসপাতাল স্থাপন করতে হবে এবং হাসপাতালের শয্যাসংখ্যা ন্যূনতম ১:৫ অর্থাৎ ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ২৫০ শয্যার একটি আধুনিক হাসপাতাল থাকতে হবে। হাসপাতাল চালু না থাকলে কলেজ অনুমোদনের কোন আবেদনপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না। কোন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফ্যাকাল্টি অব মেডিসিন অথবা মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টি নামকরণ করে এমবিবিএস কোর্স অথবা চিকিৎসা শিক্ষা সংক্রান্ত কোন কোর্সে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা যাবে না। শিক্ষা উপকরণ, লাইব্রেরি, ছাত্র-ছাত্রীর আবাসিক ব্যবস্থা এবং শিক্ষক ও কর্মচারীদের সার্বক্ষণিক নিয়োগ থাকতে হবে। কোন বিভাগে এক-পঞ্চমাংশের বেশি খণ্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগ করা যাবে না। কলেজ ও হাসপাতালের জন্য পৃথক ভবন থাকতে হবে এবং বিভিন্ন বিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা থাকতে হবে। কলেজ ও হাসপাতাল ভবন একই ক্যাম্পাসে থাকতে হবে।

এদিকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বেশিরভাগ প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজ নীতিমালা পূরণ না করেই বিশেষ কায়দায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, বিএমডিসি, ফ্যাকাল্টি অব মেডিসিনের 'ডিনের অফিস থেকে প্রয়োজনীয় অনুমোদন নিতে সক্ষম হয়। অভিযোগ রয়েছে, প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজের অনুমোদনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের মোটা অংকের অর্থ ব্যয় করতে হয়। তা না হলে নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ না করে বেশির ভাগ প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজ অনুমোদন পায় কিভাবে এ প্রশ্নও করেছেন একাধিক সূত্র। শুধু তাই নয়, প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে উন্নয়ন ফি'র নামে কোটি কোটি টাকা গ্রহণ করা হয়। এ বিষয়টিও তদন্তের দাবি জানিয়েছেন অনেকে। অভিযোগ রয়েছে, ছাত্র-ছাত্রীদের নানা ধরনের ফি বাবদ ৩ থেকে ১২ লাখ টাকা পর্যন্ত আদায় করা হয়। এ বিষয়টিও তদন্ত করা প্রয়োজন।

উল্লেখ্য, গত ৫ বছরে অনুমোদন দেয়া প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজসমূহ হচ্ছে ইব্রাহিম মেডিক্যাল কলেজ, বিজিসি ট্রাস্ট মেডিক্যাল কলেজ (চট্টগ্রাম), শাহাবুদ্দিন মেডিক্যাল কলেজ, এনাম মেডিক্যাল কলেজ (সাভার), ইসলামী ব্যাংক মেডিক্যাল (রাজশাহী), ইবনে সিনা মেডিক্যাল, সেন্ট্রাল মেডিক্যাল ও ইস্টার্ন মেডিক্যাল (কুমিল্লা), খাজা ইউনুস মেডিক্যাল (সিরাজগঞ্জ), চট্টগ্রাম মা ও শিশু, সিলেট ওমেন্স, নাইটিংগেল (আতলিয়া), দুররে সামাদ মেডিক্যাল (সিলেট), সাউদার্ন (চট্টগ্রাম), নর্দার্ন মেডিক্যাল। বিএনপি'র ১৯৯১-৯৬ পর্যন্ত দেয়া অনুমোদন জহুরুল ইসলাম, উত্তরা মহিলা, শিকদার, ন্যাশনাল মেডিক্যাল, কমিউনিটি বেজড মেডিক্যাল।

আওয়ামী লীগের সময় দেয়া ৮টি মেডিক্যাল হচ্ছেঃ মাওলানা ভাসানী, জালালাবাদ ও নর্থ ইস্ট (সিলেট), হলিফ্যামিলি, ইন্টারন্যাশনাল, নর্থ বেঙ্গল (সিরাজগঞ্জ), ইস্ট ওয়েস্ট, কুমুদিনী মেডিক্যাল ও তায়রুন্নেছা মেডিক্যাল (গাজীপুর)।

জাতীয় পার্টির সরকারের সময় বাংলাদেশ মেডিক্যাল, সমাজ ভিত্তিক মেডিক্যাল (সাভার) ও ইউএসটিসি (চট্টগ্রাম) মেডিক্যালের অনুমোদন দেয়া হয়।